তারিখ 18 OCT 198[illegible]
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম 2

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ... ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক সংবাদ

প্রাইভেট টিউটর ও পাবলিক পরীক্ষা প্রোগ্রাম প্রসঙ্গে

গত ১৭ই আশ্বিন, ১৩৯৫ উপর্যুক্ত শিরোনামে জনৈক শিক্ষক বিভূতিভূষণ বিশ্বাসের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা পরীক্ষার ফলাফল নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অসাধুতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কেউ হয়তো দ্বিমত পোষণ করবেন না। কিন্তু আমার মনে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় "প্রাইভেট টিউটরগণ S.S.C. ও H.S.C. পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন না" বলে যে চিন্তা-ভাবনা করছেন তা সঠিক। আমার মতে, প্রাইভেট টিউটরদের শিক্ষকতা (কোন স্কুল বা কলেজে) করতে দেয়াই উচিত নয়। কেননা প্রাইভেট টিউশনি করবার মত এদেশে যথেষ্ট মেধাবী শিক্ষিত বেকার রয়েছেন। টিউশনি পড়িয়ে বিদ্যালয়, কলেজের শিক্ষকরা কী দায়িত্ব পালন করছেন, তা এদেশের সচেতন ব্যক্তিরা ভালোভাবেই অবগত আছেন। বিভূতিবাবু টিউটরদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কড়া নাড়ার কথা বলেছেন, ব্যাপারটি শিক্ষিত বেকারদের ক্ষেত্রেই সত্য। শিক্ষকরা কী করছেন, আমার বাসার পার্শ্বের একজন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের আয়ের ফিরিস্তি থেকেই বোঝা যাবে। তিনি বাড়ীতেই বিদ্যালয় খুলে বসেছেন। ১৫ জনের একটি দলকে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন দু'ঘন্টা করে পড়িয়ে প্রতিজনের কাছ থেকে মাসিক ৩০০টাকা করে নেন। এতে আসে ৪৫০০ টাকা। দিনে এরূপ সকাল, সন্ধ্যা, রাত মিলিয়ে তিনটি ব্যাচ পার করেন। আয় দাঁড়াল ১৩,৫০০ টাকায়। প্রতি সপ্তাহে মাত্র দু'দিনের হিসেব এটি। সপ্তাহে তিনি আয়ের এরূপ তিনটি চক্র পান (ছুটির দিন বাদেই)। তাহলে বিভূতি বাবু বলুন, ঐ শিক্ষকের টিউশনি থেকে মাসে কত আসে? চল্লিশ হাজার পাঁচশ' টাকা নয় কি? চমকে উঠলেন কি? তাহলে ঐ শিক্ষক মাসে বড়জোর তিন হাজার টাকায় শ্রেণীতে গিয়ে পড়ানোর উৎসাহ, উদ্যম পাবেন কোত্থেকে। আসলে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সাইন বোর্ডটিই ছাত্র সংগ্রহের একটি উৎস মাত্র। শুধু ঐ একজন শিক্ষক নয়; এরূপ হাজার হাজার মাধ্যমিক ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বাড়ীতেই টিউশনাগার খুলে বসেছেন। জাতি হিসেবে বাঁচতে হলে আমাদের শুধুমাত্র বিশেষ কতক পেশার লোককে গালি দিলেই চলবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের তলিয়ে দেখার সময় এসেছে। সদাশয় সরকারের নিকট আমার প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য পেশ করছি। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষকই কোন ভাবেই প্রাইভেট টিউশনি করতে পারবেন না, এই মর্মে আইন জারি করা যেতে পারে। দেশের শিক্ষিত বেকারদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিয়ে কোন লেভেল পর্যন্ত টিউশনি করবার উপযুক্ত তার সরকারী লাইসেন্স দেয়া যেতে পারে। এই লাইসেন্সে সর্বোচ্চ টিউশন ফি, টিউশনের সর্বোচ্চ সংখ্যা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। কোন লাইসেন্সধারী ত্রৈমাসিক রিটার্নে ভুল তথ্য সরকারের কাছে পরিবেশন করলে তার লাইসেন্স বাতিল করা যেতে পারে।

এটি একটি প্রস্তাব মাত্র। এর পক্ষে, বিপক্ষে, কিংবা সংশোধনীতে ব্যাপক আলোচনা, সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। তবে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরীকরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা এক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু আইনের জন্ম দেবে—এ প্রত্যাশা করি।

ফাহিমা রহমান বিউটি,
ওয়াপদা কলোনী, আটাপাড়া,
বগুড়া।

গফরগাঁও সরকারী কলেজে শিক্ষক সমস্যা—

ঐতিহ্যবাহী গফরগাঁও কলেজ ১৯৮৫ সালের জুলাই হইতে জাতীয়করণ করা হইয়াছে। কিন্তু সরকারীকরণের পর হইতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হইয়া আসিতেছে। প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে তিনজন শিক্ষক থাকার নিয়ম থাকিলেও কোন বিভাগেই তিনজন শিক্ষক নাই। এমনকি কোন কোন বিভাগে একজন শিক্ষক রহিয়াছেন।

আশ্চর্যের বিষয় বিজ্ঞান শাখায় গবেষণাগারে কোন বিষয়ে কোন প্রদর্শক (ডেমনেস্ট্রেট) নাই। কলেজে পাঁচ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীরা শুধু অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবে এই কলেজ হইতে পাস করিয়া উক্ত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতেছে। তদুপরি নিয়মিতভাবে এখানে কোন অধ্যক্ষ না থাকায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিত্যদিন যে সমস্যা ও জটিলতা দেখা দেয় উহার জন্য শিক্ষার্থীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। অতএব, কলেজের স্বার্থে এবং শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর স্বার্থে অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক নিয়োগের আশু ব্যবস্থা করিয়া অধ্যয়ন ক্ষেত্রে সমস্যা জর্জরিত গফরগাঁও সরকারী কলেজকে রক্ষা করিতে শিক্ষা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সক্রিয় হস্তক্ষেপ এবং সহানুভূতি কামনা করিতেছি।

মোঃ শাহজাহান,
আহ্বায়ক,
গফরগাঁও ছাত্র কল্যাণ সমিতি,
ঢাকা।